তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার : শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ, যেখানে দেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ মুসলমান। মুসলমানকে নৈতিকতার শিক্ষায় ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক হাজার মাদ্রাসা। মাদ্রাসা থেকে ছাত্ররা নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে দায়িত্বশীল লোক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, যে শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষা ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ, সে শিক্ষা আজ মুসলিম প্রধান দেশে অবহেলিত। সে শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আজ আমাদের আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। মহান আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামবিদ্বেষী এক সরকারের হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়ে একটি ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সরকারকে আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। যাদের প্রচেষ্টায় আজ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষা যথার্থ মূল্যায়নের জন্য একটি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠনের পর তা স্বল্পসময়ের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের রিপোর্ট প্রণয়ন করে তা সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছেন। কিন্তু ৭/৮ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তা কার্যকর হয়নি। অপরদিকে ফাযিলকে ডিগ্রীর সমমান দেয়ার জন্য মাদ্রাসা বোর্ড ডিগ্রীর সিলেবাস ফাযিল শ্রেণীতে সমন্বয় ঘটিয়েছেন যা ২০০০ সালের ফাযিল পরীক্ষা থেকে কার্যকর হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন যে, মৃত্যুপ্রায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে জীবন্তরূপে প্রকাশ করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট অনতিবিলম্বে কার্যকর করে ২০০০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত ফাযিল পরীক্ষাকে ডিগ্রীর সমমান দিয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিসিএসসহ সবধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের একটি নির্বাচনী ইশতেহার পূরণ করুন।

মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
৩৭২, কাশগরী হল
মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-১২১১।